Musik, Paris এর Presidentএর কাছ থেকে। তার ভাবার্থ হচ্ছে—সোরিমিঞার Notationএর প্রকৃতি International. ওতে ওঠানামা, চুপ্, হুঙ্কার, তন্দ্রা, নয়ননিমীলন, অক্ষিবিস্ফোটন, অপাঙ্গ-ক্ষেপণ, Convulsion, fit প্রভৃতি সমস্ত অবস্থাগুলির সমন্বয় থাকায় চীন থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্বের যে কোনো জাতি ওটী আপনার ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে। আর Emily দেবীর কথাই ওরকম Notationএর একমাত্র যোগ্য। আর কেউ এমনটী পার্‌বে না।

অধ্যাপক—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম-এ,
বিদ্যারত্ন, সাঙ্খ্যভূষণ।

বাংলায় বিলাসতা

আজ যে বাংলা দেশে ভোগ-আড়ম্বরের ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, এবং সেই উত্তাল তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে বাংলাকে ছাপাইয়া সমগ্র ভারতকে ডুবাইতে চলিয়াছে; এটা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এই ভীষণ আবর্ত্তের মুখে পড়িয়া যে ভারত-বাসীকে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তাহাও সুনিশ্চিত।

আমাদের দেশের আয়ের পথ এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, দেশের ও দশের হিতসাধন করা দূরে থাকুক দিন দিন জীবিকা নির্ব্বাহ করা দুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। অথচ বঙ্গবাসী ভোগ ও আড়ম্বরের সুখে উন্মত্ত হইয়া কর্জ্জ করিয়া বা নিজেদের পৈতৃক

সম্পত্তি ও বহুশ্রমসাধ্য দ্রব্যাদি বন্ধক দিয়া অর্থ ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সেইজন্য আজ দেশের ধনী বল, মধ্যবিত্ত লোক বল, আর দরিদ্রই বল, সকলেই ঋণে জড়িত। যতই দেশবাসী ঋণে জড়িত হইতেছে, ততই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মনুষ্য-চক্ষে নিজেকে হেয় ও জঘন্য করিয়া তুলিতেছে।

দেখা যাউক, বিলাসিতার মূলে কি। বিলাসিতার প্রধান উদ্দেশ্য বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাওয়ার প্রবৃত্তিটী যে পুরাতন কালের লোকদের ভিতর ছিল না, এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। তখনকার কালের লোকদের মধ্যেও উক্ত প্রবৃত্তিটী পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তবে তখনকার দিনে বাহবা পাওয়ার পথ ছিল একদিকে, আর এখন হইয়াছে অন্যদিকে। তখনকার কালে লোকে ক্রিয়া-কর্ম্মে ও দান-ধ্যানের দ্বারা প্রভূত বাহবা অর্জ্জন করিত। আর আজকাল নিজেদের বেশভূষার পারিপাট্যের দ্বারাই বাহবা অর্জ্জিত হইতেছে। তাহা হইলে এখন দেখা যাউক, এই দুইটী উপায়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল। আমাদের মতে তখনকার দিনের উপায়টী ভাল, কেননা, পুরাকালে লোকেরা যশ পাইবার লোভে যে অর্থ ব্যয় করিত তাহার দ্বারা পিপাসীরা জল পাইত; ক্ষুধার্ত্তরা খাদ্য পাইত নিরাশ্রয়েরা আশ্রয় পাইত আর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিলাসিতার চর্চ্চা হইত না; কিন্তু আজকাল সেই অর্থ দেশের হাহাকারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, শতছিন্ন চীরপরিধানকারীর করুণ আর্ত্তনাদের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষের ভোগ-আড়ম্বর-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি করিতেছে। ফলে যে অর্থ পূর্ব্বে দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত আজ সেই অর্থ ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হওয়াতে দেশে কেবল বিলাসিতার মহামারী সৃষ্টি হইতেছে।

এই বিলাসিতা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, দেশের প্রায় সকলেই নিজেকে আকারে প্রকারে ধনী বলিয়া প্রচার করিতে চায়। যে-ব্যক্তি সামান্য সঙ্গতির লোক সে-ব্যক্তি একজন ধনীর ন্যায় সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া চুল চাঁটিয়া ও দামী জুতা জামা পরিয়া আমীর বলিয়া প্রচার করে। অধিকন্তু নিজেদের ধনীর তুল্য জামা, কাপড়, ঘড়ি বা বোতাম না থাকিলে পরের নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া ছদ্মবেশী হইতেও লজ্জা বোধ করে না। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছ গুঁজিয়া ময়ূর হইতে পারে নাই! বিলাসিতা যে কেবল পুরুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে। আধুনিক নারীর উপরও পূর্ণ মাত্রায় করিয়াছে। তাহারাও নিমন্ত্রিত হইলে বা কোন স্থানে যাইতে হইলে অন্যের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অলঙ্কারাদি লইয়া পরিয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করে না। অধিকন্তু তাহারা নিজেদের স্বামীর অবস্থা বুঝিয়াও নিজেদের অলঙ্কার ও বেশভূষার জন্য জুলুমের মাত্রা কিছু কম করে না। অতএব যে-দেশে ছদ্মবেশ অন্দরে এবং বাহিরে পুরাদমে চলিতেছে সে-দেশে অসত্যতার মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে। সত্যের উপর উন্নতির পথ গঠিত, আর অসত্যের উপর অবনতির। তাহা হইলে যে-দেশে অসত্যের মাত্রা ভিতরে ও বাহিরে সমভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে সে-দেশের লোকের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত।

বাংলা ইংরাজের পদদলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা নাই ৫০। মৌখিক নয়, কার্য্যে স্বীকার করা বড় লজ্জাকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, এইরূপ লজ্জা কি ইংরাজ রাজ্যের পূর্ব্বে ছিল না? ছিল; কিন্তু মুসলমানদিগের সময় বিলাসিতা এরূপ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পায় নাই। কারণ,

তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবীআনা বলিত। সেই নবাবী-আনা আজকালকার বাবুগিরীর মত অল্প ব্যয়ে হইত না বলিয়াই অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই সেই নবাবী চাল ছিল। আর আজকালকার বিলাসিতাকে বাবুগিরী বলা হয়। বাবুগিরী অতি অল্প ব্যয়েই হয়। সেইজন্য দেশে বাবুর সংখ্যা প্রচুর। তাই আজকালকার লোক পেটে খাউক আর না খাউক, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে আমীরের সমতুল্য হইতে চায়। তাহা হইলে কি আমরা নিজেদের উদরকে যথার্থ খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল তাহার ভোগ-আড়ম্বরের ক্ষেত্রের উন্নতিকেই উন্নতি বলিব ?

যে-দেশের লোক ভোগ-আড়ম্বরের প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বাংলার পল্লীকে ত্যাগ করিয়া, নিজেদের জন্মস্থান হইতে চির নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়া, কোন এক চির অপরিচিত সহরে আকৃষ্ট হইয়া নিজেদের অশ্রান্তভাবে পরিশ্রমলব্ধ ধন পেটে না খাইয়া পোষাক-পরিচ্ছদে অথবা আসবাব-পত্রে উড়াইয়া দেয়; যে দেশের লোক সত্যকে প্রকাশ না করিয়া বিশ্বের সম্মুখে অসত্যকে প্রকাশ করে; যে-দেশের লোক দাসত্ব করিয়া গৌরব অনুভব করে; অকাতরে দুর্ব্বাদলের ন্যায় পদদলিত হইয়া, যুগ যুগান্তর হইতে শত শত জাতির দ্বারা নিপীড়িত হইয়াও ভোগ-আড়ম্বরের প্রতি ধ্রুবতারার ন্যায় দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হয় সে-দেশের লোক মনে করে বিলাসিতা বুঝি দেশের উন্নতির প্রকৃত ধন, কিন্তু তাহা মিথ্যা ধারণা। দেশের উন্নতির প্রকৃত ধন শক্তি, সরলতা ও আড়ম্বর বর্জ্জন।

শ্রীবিধুভূষণ শীল
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, কলা-বিভাগ।